বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
ক্রেডিট বিভাগ-১

পরিকল্পনা ও পরিচালন পরিপত্র নং-৪৬/২০১৫ — তারিখঃ ২৩/০৯/২০১৫

বিষয়ঃ আবর্তনশীল শস্য ঋণ কর্মসূচীর আওতায় চলতি মূলধন ঋণের আদলে লিমিট আকারে শস্য/ফসল ঋণ মঞ্জুরি প্রসংগে।

কৃষি ঋণ,বিশেষ করে শস্য ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রক্রিয়া পরীক্ষা নিরীক্ষা পূর্বক ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনায় কাগুজে/কৃত্রিম লেনদেন ও মধ্যসত্বভোগীদের সংশ্লিষ্টতা বন্ধ করে দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সাথে প্রকৃত কৃষকদের প্রাপ্যতা অনুসারে ঋণ প্রাপ্তি ও পরিশোধের সুবিধার্থে আবর্তনশীল শস্য ঋণ কর্মসূচির আওতায় চলতি মূলধন ঋণের আদলে লিমিট আকারে শস্য/ফসল ঋণ মঞ্জুরি ও মেয়াদান্তে সুদ আদায়ের মাধ্যমে নবায়ন করার বিষয়ে প্রণয়নকৃত একটি নীতিমালা বিগত ২৯/০৮/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৬৪৪ তম সভায় উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ উহা সদয় অনুমোদন করেন যা পরিপত্র আকারে জারী করা হলো।

ক) **ঋণ গ্রহীতা নির্বাচনঃ** যে সকল কৃষক সারা বছর কোন না কোন শস্য/ফসল উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এরূপ কৃষকগণ এই ঋণ কর্মসূচির আওতায় আসবেন। শাখার দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত গ্রাহকগন এই কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবেন। ১০ (দশ) টাকার হিসাবধারী/কৃষি কার্ডধারী/ভূমিহীন ও বর্গাচাষীগণও এই ঋণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবেন।

খ) **বাস্তবায়ন এলাকাঃ** বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের সকল শাখায় এই ঋণ কার্যক্রম একযোগে চালু হবে। কর্মসূচির সাফল্য পর্যলোচনান্তে পর্যায়ক্রমে আবর্তনশীল শস্যঋণসহ সকল শস্য/ফসল ঋণ এই কর্মসূচির আওতায় আনতে হবে।

গ) **বিদ্যমান ঋণ কর্মসূচিঃ** বিদ্যমান/প্রচলিত শস্য ঋণ বিতরণ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি কৃষকের আবেদনের প্রেক্ষিতে এই কর্মসূচির আওতায় লিমিট আকারে আবর্তনশীল শস্য ঋণ মঞ্জুরি/বিতরণ করা যাবে।

ঘ) **ঋণের আবেদন প্রক্রিয়াকরণ:** শস্য ঋণের জন্য প্রচলিত এল এফ-৬ আবেদন ফরম ২ প্রস্থে এই ঋণের জন্য ব্যবহৃত হবে- যার এক কপি মঞ্জুরি পত্র হিসাবে ঋণ গ্রহীতাকে সরবরাহ করতে হবে। প্রচলিত নিয়মে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ ঋণ পাশ বই ইস্যু করতে হবে। ঋণ আবেদন ফরমের উপরে **"লিমিট আকারে আবর্তনশীল শস্য/ফসল ঋণ"** সিল দিতে হবে। বিদ্যমান লোন কেস রিসিভ রেজিস্টারে আলাদাভাবে এন্ট্রি নম্বর দিতে হবে। লিমিট আকারে আবর্তনশীল শস্য/ফসল ঋণ আবেদন প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ফি/ সার্ভিস চার্জ ধার্য করা যাবে না।

ঙ) **ঋণসীমা/লিমিট নির্ধারণঃ** চাষযোগ্য জমির মালিকানা নিশ্চিত করে একজন কৃষকের সারা বছরের (জুলাই-জুন) প্রাপ্যতা অনুসারে কি পরিমান জমিতে কোন ধরনের ফসল উৎপাদন হয়, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়মাচার মোতাবেক যে ফসলের নর্মস অপেক্ষাকৃত বেশি হবে উহা ঋণসীমা/ক্রেডিট লিমিট হিসাবে নির্ধারিত হবে।

কৃষকগণ নির্ধারিত লিমিট চলতি মূলধন ঋণের আদলে ভোগ করবেন এবং মেয়াদান্তে সুদের টাকা পরিশোধ করে ভোগকৃত ঋণ নবায়ন করতে পারবেন। শস্য/ফসল ঋণের চাহিদা নিরূপনের জন্য প্রয়োজনে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।

উদাহরণ সরূপ ধরা যাক,একজন কৃষকের মোট ২.৫০ একর চাষযোগ্য জমি রয়েছে। তন্মধ্যে ১.০০ একর জমিতে রোপা আমন(উফশী) ও সরিষা(উফশী)চাষ করা হয় । অবশিষ্ট ১.৫০ একর জমিতে বোরো (উফশী) চাষ করা হয়। এই অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০১৫-২০১৬ বছরের ফসল ঋণের নমর্স অনুসরণ করে নিম্নোক্তভাবে ঋণসীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে ঃ

ক্র/নং	ফসলের নাম	চাষযোগ্য জমি (একর)	ঋণ বিতরণ কাল	ফসল কর্তন কাল	ঋণ পরিশোধের সময়	ঋণ চাহিদার পরিমান	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১।	রোপা(উফশী)	১.০০	জুন-সেপ্টে	নভে-ডিসে	৩১ মার্চ	২৯,৩৪২/-	
০২।	সরিষা(উফশী)	১.০০	অক্টো-নভে	জানু-মার্চ	৩০ জুন	২০,৯৬৬/-	
০৩।	বোরো(উফশী)	১.৫০	অক্টো-মার্চ	মে-জুন	৩০ সেপ্টে	৬১,৬২১/-	

* মৌসুমওয়ারী ফসল উৎপাদনে জমির ভাড়া অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

উপরোক্ত ছকে বোরো(উফশী) ফসলের নর্মস সর্বোচ্চ হওয়ায় বাৎসরিক ক্রেডিট লিমিট হিসাবে শাখা ব্যবস্থাপক ৬১,৬২১/ টাকা মঞ্জুর করবেন। লিমিট মঞ্জুরির পর যে ফসলের বিতরণকাল আগে শুরু হবে সে ফসলের জন্য প্রাপ্য নর্মস অনুযায়ী ঋণ বিতরণ করতে হবে এবং পরবর্তী ফসলের জন্য ঋণ বিতরণের সময়কালে লিমিটের অবশিষ্ট ঋণ পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা যাবে তবে, কোন ক্রমেই লিমিট অতিক্রম করা যাবেনা।

চলমান পাতা-০২

প্রসংগত উল্লেখ্য, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের সর্বোচ্চ ক্রেডিট লিমিট ৬১,৬২১/- টাকা মঞ্জুর করা হলে ঋণ হিসাবটির বার্ষিক সুদ আয় হবে ৬৭৭৮/-টাকা এবং মোট ঋণ আদায় হবে (৬১,৬১২+৬৭৭৮) = ৬৮,৩৯৯/-টাকা অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বছরে ঋণ বিতরণ দেখানো হবে ৬১,৬২১/- টাকা এবং আদায় হিসাবে দেখানো হবে ৬৮,৩৯৯/- টাকা। একই ভাবে পরবর্তী বছর সমূহে সুদ আদায় করেই সুদাসল আদায় হিসাবে এবং ক্রেডিট নর্মস বৃদ্ধির ফলে বর্ধিত মঞ্জুরি বিতরণ হিসাবে প্রদর্শন করা যাবে।

চ) **ঋণ মঞ্জুরিঃ** শস্য/ফসল ঋণের জন্য বিদ্যমান মঞ্জুরি ক্ষমতা অনুযায়ী ঋণাংক নির্বিশেষে এই ঋণ চলতি মূলধণ ঋণের আদলে ০১ (এক) বছরের জন্য মঞ্জুর করা যাবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নর্মস অনুযায়ী ঋণসীমা মঞ্জুর করতে হবে। এক্ষেত্রে চাষযোগ্য জমির মালিকানা আবশ্যিকভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

ছ) **বিদ্যমান ঋণ লিমিট আকারে মঞ্জুরি ঃ** বিদ্যমান অনাদায়ী শস্য ঋণ লিমিট আকারে মঞ্জুরি করা যাবে। এক্ষেত্রে পূর্বের অনাদায়ী ঋণের সুদ ও অন্যান্য পাওনা আদায় পূর্বক আসলের সমপরিমাণ ঋণ লিমিট আকারে মঞ্জুরি করা যাবে।

জ) **লেনদেন ও পরিশোধ সূচি ঃ**এই ঋণ প্রথম বিতরনের তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য হবে। চলতি মূলধণ ঋণের ন্যায় লোন কেস রিসিভ রেজিস্টারে প্রদত্ত নম্বর/লেজার ফলিও অনুযায়ী নির্ধারিত ঋণ হিসাবে চেক/জমা রশিদের মাধ্যমে লিমিট ও মেয়াদের মধ্যে বছরব্যাপী স্বাভাবিক লেনদেন করা যাবে। তবে চক্রায়নের কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সুদ পরিশোধ করে মেয়াদান্তে ঋণসীমা নবায়ন করা যাবে। হিসাব বন্ধ করার ক্ষেত্রে সুদ ও আসলের সমুদয় পাওনা পরিশোধ করতে হবে। চেক/জমা স্লিপ ছাড়াও ক্রেডিট/ডেবিট ভাউচারের মাধ্যমে টাকা জমা/উত্তোলন করা যাবে। সকল লেনদেন পাশ বহিতে অন্তর্ভূর্ক্ত করতে হবে।

ঝ) **ঋণের জামানত ও সর্বোচ্চ ঋণসীমাঃ** সাধারনভাবে সর্বোচ্চ ৫ একর (ইক্ষু ও আলু চাষের জন্য ২.৫০ একর) পর্যন্ত ফসল ঋণের জন্য সহায়ক জামানত প্রয়োজন হবে না। তদুর্ধ্ব পরিমান জমিতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিয়ম মোতাবেক সহায়ক জামানত গ্রহণ করতে হবে।

ঞ) **মঞ্জুরি ক্ষমতাঃ** শস্য ঋণের জন্য বিদ্যমান মঞ্জুরি ক্ষমতা অনুযায়ী ।

ট) **দলিলায়ন ঃ** (১) **নতুন ও বর্ধিত করণের ক্ষেত্রে ঃ**

(ক) ডিপি নোট (বিদ্যমান হারে রেভিনিউ স্ট্যাম্প সহ);

(ঘ) শস্য বন্ধকি দলিল (এল এফ-৬ এর ১১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক)।

(২) **নবায়নের ক্ষেত্রে ঃ** নবায়নের ক্ষেত্রে নতুন করে দলিলায়নের প্রয়োজন হবে না।

ঠ) **ঋণ বিতরণঃ** মঞ্জুরিকৃত ঋণ ক্রেডিট ভাউচারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত নিয়মাচার ও সময়সূচি অনুযায়ী মঞ্জুরি সীমার মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

ড) **সুদের হার ও সুদারোপ পদ্ধতিঃ** এ ক্ষেত্রে শস্য ঋনের জন্য প্রচলিত সুদ হার প্রযোজ্য হবে এবং বাৎসরিক ভিত্তিতে সুদ আরোপ করতে হবে।

ঢ) **হিসাবায়ন পদ্ধতিঃ** লিমিট আকারে বিতরনকৃত শস্য/ফসল ঋণ আলাদা লেজারে ১০১ খাতে এবং মেয়াদউত্তীর্ণ হলে ১০৭ খাতে হিসাবভুক্ত করতে হবে। কম্পিউটারাইজড শাখা সমুহে সংশ্লিষ্ঠ কম্পিউটার কোড ব্যবহার করতে হবে।

ণ) **ঋণ নবায়নঃ** মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে নবায়নের জন্য ২ প্রস্থে (নমুনা আবেদন ফরম সংযুক্তি-১, সাদা ফরম)আবেদন করতে হবে -যার এক কপি নবায়ন মঞ্জরি পত্র হিসাবে ঋণ গ্রহীতাকে সরবরাহ করতে হবে। সমুদয় সুদ আদায় করে পরবর্তী এক বছরের জন্য নবায়ন করা যাবে এবং নবায়নকৃত ঋণ একই ফলিওতে চলমান রাখা যাবে।এক্ষেত্রে নবায়নের তারিখ ও পরবর্তী মেয়াদপূর্তির তারিখ লাল কালিতে সংশ্লিষ্ট লেজার ফলিও এর দৃশ্যমান স্থানে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

ত) **বর্ধিত ঋণ মঞ্জুরিঃ** জমির তফশিল অপরিবতিত থাকলে বর্ধিত ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে শুধু মাত্র ঋণ গ্রহীতার আবেদনপত্র নিয়ে ((নমুনা আবেদন ফরম সংযুক্তি-২, সবুজ ফরম) বর্ধিত নবায়ন মঞ্জুরি প্রদান করা যাবে। জমির তফশিলের পরিবর্তন হলে এলএফ-৬ দুই প্রস্থে গ্রহণ করতে হবে। বর্ধিত মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ভোগকৃত ঋণ সুদে আসলে সমুদয় পাওনা আদায় /সমন্বয় করে বিদ্যমান ঋণ হিসাব বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার আবেদন মোতাবেক নিম্নোক্ত কারণে ঋণ বর্ধিতকরণ বিবেচনা করা যাবে এবং বর্ধিত মঞ্জুরিকৃত ঋণ ভিন্ন ফলিওতে পোষ্টিং দিতে হবে।

- শস্য উৎপাদান পরিকল্পনার পরিবর্তন আনয়ন করা হলে;
- ঋণের চাহিদা (বাস্তবভিত্তিক) বেড়ে গেলে ;
- সরেজমিনে তদন্ত করে বর্ধিত আবেদন যুক্তিযুক্ত প্রতিয়মান হলে;
- বাংলাদেশ ব্যাংকের নর্মস বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে ঋণ বর্ধিত করার আবেদন করলে।

** শস্য ঋণ আবেদন ফরম (এল এফ-৬) ও নবায়নের জন্য সংযুক্তি-১ এবং বর্ধিত নবায়নের জন্য সংযুক্তি-২ মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক শাখা সমূহে সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

থ) **ঋণের সমন্বয় চক্র/আদায় ঃ** এই ঋণের বেলায় কোন চক্রায়ন/সমন্বয় চক্র সম্পন্ন করার প্রয়োজন হবে না। মেয়াদান্তে সুদ পরিশোধ করে নবায়ন করতে হবে। বছরে একবার সর্বোচ্চ উত্তোলিত ঋণ বিতরণ হিসাবে এবং সুদের সাকুল্য টাকা আদায় হলে সুদ ও আসলের যোগফল আদায় হিসাবে গণ্য হবে। অর্থাৎ চলতি মূলধন ঋণের আদলে বিতরণ ও আদায় প্রদর্শন করতে হবে।

চলমান পাতা-০৩

দ) **ঋণের মেয়াদ,মেয়াদোত্তীর্ণ ও শ্রেণীবিন্যাস নির্ণয়ের পদ্ধতিঃ** এই ঋণের মেয়াদ কাল বিতরণের তারিখ হতে ০১ (এক) বছর । দেয় তারিখ হতে পরবর্তী ০১ (এক) বছর পর ঋণটি মেয়াদোত্তীর্ণ হিসাবে গণ্য হবে এবং শস্যঋণ শ্রেণীবিন্যাসের নীতিমালা অনুযায়ী পরবর্তীতে ঋণটির শ্রেণীবিণ্যাস নির্ধারণ করতে হবে।

ধ) **তদারকি ব্যবস্থা ঃ**

(১) ঋণের টাকা যথাযথ খাতে ব্যবহার এবং মেয়াদান্তে সুদ আদায় করে ঋণ নবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপক, মাঠকর্মী এবং ২য় কর্মকর্তা লেনদেন পরিচালনা ও মেয়াদান্তে নবায়নের বিষয়ে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

(২) সকল শস্য ঋন গ্রহীতাদেরকে লিমিট আকারে আবর্তনশীল শস্য/ফসল ঋণ কর্মসূচির আওতায় বৎসর ব্যাপি লেনদেন ও ব্যাংকিং সুবিধা গ্রহনের বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে।

(৩) এলাকা ভিত্তিক সমাজের গণ্যমান্য ব্যাক্তিদের নিয়ে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কসপ ও ক্যাম্পিং করে ও মাঠ পর্যায়ের সকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যথাযথ তদারকির মাধ্যমে এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

ন) **ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ ঃ** লিমিট আকারে আবর্তনশীল শস্য ঋণ বিতরণের তথ্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ছকে শাখা নিয়ন্ত্রন ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

লিমিট আকারে আবর্তনশীল শস্য/ফসল ঋণ বিতরণের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন............. তারিখ পর্যন্ত

ছক

ক্রঃনং	অঞ্চলের নাম	চলতি ত্রৈমাসিকে ঋণ বিতরণ		অর্থ বছরে মোট বিতরণ		অর্থ বছরে মোট আদায়		অনাদায়ী ঋণ		মন্তব্য
		সংখ্যা	পরিমান	সংখ্যা	পরিমান	সংখ্যা	পরিমান	সংখ্যা	পরিমান	

০২। উপরোক্ত নির্দেশনা ও নিয়মাচার অনুসরণ করে আবর্তনশীল শস্য ঋণ কর্মসূচির আওতায় চলতি মূলধন ঋণের আদলে লিমিট আকারে শস্য/ফসল ঋণ কর্মসূচি সফল ভাবে ও বিচক্ষণতার সাথে বাস্তাবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

০৩। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ক্রেডিট বিভাগ-১ এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত

২৩/০৯/১৫

(পীযূষ চন্দ্র ভাওয়াল)
মহাব্যবস্থাপক
(পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ)
ফোনঃ ৯৫৮৫৮৭২

নং-ক্রেঃবিঃ-১/১৫ (৮৪)/২০১৫-১৬/১৫৯(১২৫০) তারিখ-ঐ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১। চীফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১/২ মহোদয়ের দপ্তর, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়সমূহ।
৪। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/সচিব, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫। উপ-মহাব্যবস্থাপক, তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। (ব্যাংকের বিনিয়োগ সংক্রান্ত পরিপত্রখানি ওয়েব সাইটে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
৬। অধ্যক্ষ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক স্টাফ কলেজ, মিরপুর, ঢাকা।
৭। উপ-মহাব্যবস্থাপক, বিকেবি, আগ্রাবাদ/চট্টগ্রাম/কাওরান বাজার/খুলনা/সিলেট/বনানী/নারায়নগঞ্জ কর্পোরেট শাখাসমূহ।
৮। সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
৯। সকল মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ।
১০। সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়সমূহ।
১১। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, (মুখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১২। নথি / মহানথি।

২৩/০৯/১৫

(বশির আহমেদ)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৫০৪০৩

লিমিট আকারে আবর্তনশীল শস্য/ফসল ঋণ নবায়ন মঞ্জুরির আবেদন ফরম

ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
.......................শাখা
................অঞ্চল।

বিষয়ঃ **লিমিট আকারে আবর্তনশীল শস্য/ফসল ঋণ নবায়ন মঞ্জুরি প্রসংগে।**

মহোদয়

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী বিগত......................................তারিখে লিমিট আকারে আবর্তনশীল শস্য/ফসল চাষাবাদের জন্য..................টাকা (কথায়...) মাত্র ঋণ গ্রহণ করি-যার মেয়াদকাল ....ইং তারিখ পর্যন্ত। আমি ঋণের সুদ বাবদ ....টাকা (কথায়...) পরিশোধ করিয়াছি। চাষাবাদ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে ভোগকৃত লিমিট আকারে উক্ত ঋণ সুবিধা আমি পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য নবায়ন করতে আগ্রহী।

অতএব আমাকে আবর্তনশীল শস্য/ফসল চাষাবাদের জন্য লিমিট আকারে ভোগকৃত...................................টাকা (কথায়..) মাত্র পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য নবায়ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ করছি।

ঋণ হিসাব নং-
ঋণ ফলিও নং-

ঋণ গ্রহীতার নাম/স্বাক্ষরঃ
পিতার নাম ঃ
মাতার নাম ঃ
গ্রাম ঃ
ইউপি ঃ
থানা ঃ
জেলা ঃ
ভোটার আইডিঃ
মোবাইল ঃ

আবেদন মোতাবেক ....টাকার ঋণটি আগামী .... তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ পরবর্তী ০১ (এক) বছর মেয়াদে নবায়ন মঞ্জুরির সুপারিশ করা হলো।

মাঠকর্মী

সুপারিশ মোতাবেক...........................টাকার ঋণটি আগামী .... তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ পরবর্তী ০১ (এক) বছর মেয়াদে নবায়ন মঞ্জুরি করা হলো।

ব্যবস্থাপক

সংযুক্তি-২

লিমিট আকারে আবর্তনশীল শস্য/ফসল ঋণ বর্ধিতসহ নবায়ন মঞ্জুরির আবেদন ফরম

ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
.......................শাখা
.................অঞ্চল।

বিষয়ঃ লিমিট আকারে আবর্তনশীল শস্য/ফসল ঋণ বর্ধিতসহ নবায়ন মঞ্জুরি প্রসংগে।

মহোদয়

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী বিগত..তারিখে লিমিট আকারে আবর্তনশীল শস্য/ ফসল চাষাবাদের জন্য..................টাকা (কথায়..) মাত্র ঋণ গ্রহণ করি। যার মেয়াদকাল ....ইং তারিখ পর্যন্ত। আমি ঋণের সুদ বাবদ ....টাকা (কথায়...... ....) পরিশোধ করিয়াছি। চাষাবাদ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে ভোগকৃত লিমিট আকারে উক্ত ঋণ সুবিধা আমি পরবর্তী ১(এক) বছরের জন্য বর্ধিতসহ নবায়ন করতে আগ্রহী।

অতএব আমাকে আবর্তনশীল শস্য/ফসল চাষাবাদের জন্য লিমিট আকারে বর্ধিতসহ মোট..................................টাকা (কথায়..) মাত্র পরবর্তী ১(এক) বছরের জন্য বর্ধিত নবায়ন মঞ্জুর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ করছি।

ঋণ হিসাব নং-
ঋণ ফলিও নং-

ঋণ গ্রহীতার নাম/স্বাক্ষরঃ
পিতার নাম ঃ
মাতার নাম ঃ
গ্রাম ঃ
ইউপি ঃ
থানা ঃ
জেলা ঃ
ভোটার আইডি ঃ
মোবাইল ঃ

আবেদন মোতাবেক ....টাকার ঋণটি আগামী .... তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ পরবর্তী ০১ (এক) বছর মেয়াদে বর্ধিতসহ নবায়ন মঞ্জুরির সুপারিশ করা হলো।

মাঠকর্মী

সুপারিশ মোতাবেক ....টাকার ঋণটি আগামী .... তারিখ পর্যন্ত অর্থাৎ পরবর্তী ০১ (এক) বছর মেয়াদে বর্ধিতসহ নবায়ন মঞ্জুরি করা হলো।

ব্যবস্থাপক